দৈনিক ইত্তেফাক

JAN. 20 2002

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ৩ ...

চুনারুঘাট উপজেলার চিত্র

৮৩ শতাংশ লোক নিরক্ষর ॥ ২০ হাজার লোকের জন্য ডাক্তার একজন

চুনারুঘাট (হবিগঞ্জ) থেকে সংবাদদাতা ॥ চুনারুঘাট উপজেলা এ যুগেও অনেক পিছিয়ে আছে। উন্নয়নের ছোঁয়া এখনও সোয়া ২ লাখ মানুষের কাছে পৌছায়নি। বিদ্যুৎ পৌছেনি ৬০ শতাংশ গ্রামে। ২০ হাজার মানুষের জন্যে রয়েছেন মাত্র ১ জন ডাক্তার।

খোয়াই, করাঙ্গী, সুতাং, ইছালিয়া, ভুইছড়া ও সুনাইছড়া বিধৌত চুনারুঘাটের মানুষ এখনও ভাল নেই। খোয়াই নদীর ভাঙ্গন রোধ না করায় প্রতিবছর দু'কূলের প্রায় ৫০ হাজার মানুষের ঘর বাড়ী ক্ষেতের ফসল নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে। ৪৩ হাজার ৬শ' ৬০টি বাড়িঘরের চালে ৫ শতাংশ টিনের ছাউনি রয়েছে। ৮৩ শতাংশ মানুষ নিরক্ষর। ৪১ হাজার শিশু বিদ্যালয়ে যায় না। ১১১টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ নেই। আসবাবপত্র, বইখাতার অভাব লেগেই আছে। সবকয়টি স্কুলভবনই জরাজীর্ণ। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীতে ব্যাপক দুর্নীতি হচ্ছে। চুনারুঘাটে একমাত্র সরকারী কলেজ স্থাপিত হয়েছিল ১৯৭২ সালে। এখানেও নানা সমস্যা। উপজেলার ১৫টি ডাকঘরের অবস্থা করুণ। সময়মত খোলে না। ষ্টাম্প পাওয়া যায় না। পিয়নরা মাষ্টারের কাজ চালান। ৪টি ভূমি অফিস অনিয়মের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। টাকা ছাড়া কাজ হয় না।

চুনারুঘাটে দু'ফসলী জমির পরিমাণ ৬ হাজার ৬শ ৩৫ একর। ১৮ হাজার একর বনভূমি রয়েছে। প্রতিদিন বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যোগসাজশে হাজার হাজার কাঠচোর বনে প্রবেশ করে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নীরব। ১৩টি চা-বাগানের ছায়াবৃক্ষ কাটা হচ্ছে। বাগান কর্তৃপক্ষ আইনের আশ্রয় নিয়েও পাচার কার্য বন্ধ করতে পারছে না। ১টি মাত্র পশু হাসপাতাল। এতে নেই ন্যূনতম চিকিৎসা ব্যবস্থা। পশুর রোগ হয় এমন ধারণা অনেকেরই নেই। ১টি থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। ৫টি ইউনিয়নে ১০টি উপস্বাস্থ্য বা পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে। এতে ওষুধ নেই। যন্ত্রপাতি এক্সরে ইসিজি মেশিন নেই। সোয়া ৩ লাখ মানুষের জন্যে রয়েছে ১টি রোগী বহনকারী গাড়ি। এখানে ভূমিহীনের সংখ্যা ৮ হাজার। গুচ্ছগ্রাম নির্মাণ করে এদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিচ্ছেন না সরকার। গুচ্ছগ্রাম নির্মাণে রয়েছে নানা অভিযোগ। স্থানীয় রাজনীতির শিকার হচ্ছে অনেক। টাউট-বাটপাড়দের সংখ্যাও কম নয়। তাদের মিথ্যা প্ররোচণায় বহু লোক ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় ঝুলছে।